বনার ইচ্ছা

সুপ্তি সূর রায় সেন

শোনো বাজারে যাব, ওঠোনা - বলে বর্ণনা বাথরুমে চলে গেল ফ্রেশ হতে। আজ প্রায় এক সপ্তাহ ধরে কল্যাণকে বলতে বলতে একদম ফেডআপ হয়ে গেছে বনা মানে বর্ণনা।এখনো একবছর হয়নি তাদের বিয়ে হয়েছে। এখানে শ্বশুরবাড়ির কেউই থাকে না। কাছে আছে বলতে ওই বাপের বাড়ির সবাই। একবার বলেছিল কল্যাণকে শ্বশুরবাড়িই যাবে মা-বাবার নির্দেশ মত। কিন্তু কল্যাণের অফিসের কাজের চাপে সে পথ কল্যাণই বন্ধ করে দিয়েছে। বলেছে দাঁড়াও, কাজের চাপটা একটু কমুক তারপর তোমাকে নিয়ে একটু ঘুরেও আসব আর বাড়িতেও যাব লম্বা ছুটি নিয়ে। এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে বনা বিকেলের কাকস্নানটা প্রায় শেষ করতে করতে বাথরুম থেকেই বেশ জোরে একটা হাঁক দিয়ে কল্যাণকে বলল -শোনো আজ পয়লা বৈশাখ, আজও যদি তুমি আমাকে বাজারে না নিয়ে যাও তবে আর কবে যাবে। তোমার সঙ্গে যাব বলেই কিন্তু আমি একা যাইনি। তুমিও কিন্তু কথা দিয়েছিলে। আমার এক্ষুনি হয়ে যাবে। তুমি এখনো না উঠলে, উঠে পড় কিন্তু। না হলে না গায়ে এক বালতি জল ঢেলে দেব একদম। বলে সশব্দে খানিকটা হেসে নিল বনা। শুনতে পেল কল্যাণের ঘুম ঘুম গলার শব্দ, হ্যাঁ এইতো উঠে গেছি। আমি রেডি।তুমি বেরোও জলদি জলদি।রেডি মানে! ওঃ তুমি বারমুডা পরেই যাবে বুঝি! তবে আর কি,বাইকটা বের কর আমিও আসছি। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে কল্যাণের দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে বনা বলল দাঁড়াও চা-টা খেয়েই বেরোই। নইলে আমার আবার মাথা ধরে যাবে। আধোভেজা গায়ে বনা চায়ের ব্যবস্থা করতে যেতেই কল্যাণ ওকে পেছন থেকে জাপটে ধরে খানিকটা আদর করার পর বনা কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে কল্যাণকে সরিয়ে দিয়ে রেডি হতে বলল। তারপর দুজনে রেডি হয়ে খানিকটা খুনসুটি করতে করতে চা পর্ব শেষ করে বাজারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পরল। বাজারে নেমেই কল্যাণ বলল এই দেখো আজও তুমি ঐ একই কান্ড করেছো। কবে তোমার মুখস্থ হবে ব্যাপারটা? কথাটা শুনেই বনা যারপরনাই লজ্জা পেয়ে গেল আর আড়াল করে নিজের কানদুটো দুহাতে ধরে বলল আর হবে না, আজ শেষ বারের মত কিনে দাও।আর তার পরের কাজটাও তো তোমাকেই করতে হবে এবারও। কত আর দাম বলো? কল্যাণ বলল ঠিক তো! বনা উত্তর দিল হু। ঠিক আছে কিনে দেব বলে এটা-সেটা-ওটা কেনার পর বনা আবারও চা খাওয়ার বায়না করাতে কল্যাণ একটা ভালো রেস্টুরেন্ট দেখে ঢুকে দু কাপ চা আর তার সঙ্গে টা-এর অর্ডার দিল। বেশ রয়েসয়ে চা আর টা খেয়ে দুজনেই রাস্তার পাশে রাখা বাইকে উঠতে যাবে এমন সময় একটা ভলভো বাস ব্রেক ফেল করে কতগুলো গাড়ি আর মানুষকে পিষে আসতে

আসতে একেবারে অস্বাভাবিকভাবে বর্ণনার মাথা বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ শরীরটা থেঁতলে দিল। সামান্য আহত কল্যাণ আর্তনাদ করেও নিজেকে সামলে নিয়ে বনাকে বাঁচানোর চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠল। কারোর কথাই তার কানে ঢুকছিল না যে বনা মৃত। এক বয়স্ক ভদ্রলোকের প্রচন্ড চীৎকারে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে কল্যাণ রক্তাক্ত বনাকে জাপটে ধরল যেমন এই কিছুক্ষণ আগেই চা বানানোর সময় ধরেছিল। হঠাৎ তার নজর গেল বনার সিঁদুরহীন সিঁথির দিকে। আর্তচীৎকার করে কল্যাণ টলমল পায়ে রাস্তার পাশের কসমেটিক্সের দোকান থেকে সত্যিই খুব কম দামে পাওয়া যাওয়া লাল সিঁদুর কিনে এনে পরিয়ে দিল তার লাবণ্যময়ী বনার সিঁথিতে, যেটা ছিল তার হারিয়ে যাওয়া বনার শেষ ইচ্ছে।